আপনার প্রতীক

# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনগণের প্রতীক

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৪৫ (সাপ্তাহিক) • ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ • ৬ ফাল্গুন ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 45 (Weekly) • 19 FEBRUARY, 2021 – 25 FEBRUARY, 2021 • Friday • Rs. 3.

# এবার জয়ের সব রেকর্ড ভেঙে দেবে মানুষ : মমতা

## অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ জননেত্রীর

# ২৯৪ আসনে বিজেপি সাফ

**জাগো বাংলা নিউজ :** বিজেপি কিছুই পাবে না। ছাই পাবে শুধু। মানুষ সঙ্গে নেই। এবার অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে জিতবে তৃণমূল। ভোট শতাংশ ও আসন দুইই বেশি পাবে জোড়াফুল। বাংলাকে ধমকালে-চমকালে কী হয়, এবার দেখবে গোটা দেশ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের রেকর্ড জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের পৈলানে জনতার দরবারে আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। যেভাবে লড়াকু কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবের পুরনির্বাচনে সেখানকার বাসিন্দারা বিজেপিকে সাফ করে দিয়েছে, তেমনই বাংলার সাধারণ মানুষ রাজ্যবাসীকে গেরুয়া নেতাদের অপমানের বদলা নেবে বলে দাবি জননেত্রীর। শুধু তাই নয়, গেরুয়া শিবিরের আস্ফালনকে উড়িয়ে দিয়ে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে বাংলার অগ্নিকন্যা আবেদন রাখলেন, "এই লড়াই আমার সঙ্গে বিজেপির। ফলে কে প্রার্থী, দেখার দরকার নেই। ২৯৪ আসনে আমিই প্রার্থী। আমায় ভোট দিন।"

হিন্দুত্ব নিয়ে জননেত্রী গেরুয়া শিবিরকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, "বিজেপির কাছে হিন্দুধর্ম শিখব! বলছে আমরা নাকি দুর্গাপুজো করতে দিই না। তাহলে এত ক্লাবকে অনুদান কে দিল।" সরস্বতী পুজোর মন্ত্র পাঠ করে মমতা বলেন, "তোমরা পারবে? পারবে না। হিন্দু ধর্ম মানে তোমাদের ভেদাভেদের রাজনীতি।'' কর্মিসভাতে উপচে পড়া ভিড়। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩১-০ করার ডাক দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মানুষের মন যা বুঝছি, তাতে ২৫০ আসন তৃণমূল পাবে।"

বিজেপিকে তুলোধোনা করে অমিত শাহকে জবাব দিয়ে মমতা বলেন, "চোরের মায়ের বড় গলা। ছ' বছর ক্ষমতায় থেকে কী করেছে বিজেপি। রোজ তেলের দাম বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে, কৃষকরা অসহায়, তখন রাজ্যে এসে খালি দিদি আর ভাতিজা। দিদিকে পরে লড়বে, আগে ভাতিজাকে লড়ো। অমিত শাহকে বলছি, আগে আমার ভাইপোর সঙ্গে কনটেস্ট করো। আর অভিষেকের নামটা বলো।" ক্ষুব্ধ মা-মাটি-মানুষের নেত্রী আরও বলেন, "ওকে তো আমি ডেপুটি চিফ মিনিস্টার করিনি। চিফ মিনিস্টারও করিনি। একটা এমপি হয়েছে। তাও আমি ওকে বলেছিলাম তোর লোকসভায় দাঁড়ানোর দরকার নেই। পার্টি কর। জনগণের কাজ কর। রাজ্যসভায় দাঁড়াবি। আমাকে বলল, না, আমি লোকসভায় মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হব।" আসলে জনগণের জন্য কাজ করে জনগণের মুখোমুখি হয়ে ২০১৪ সালের চেয়ে ২০১৯ সালের নির্বাচনে অনেক মার্জিন বাড়িয়ে অভিষেক প্রমাণ করে দিয়েছেন, তিনি জনতার কাছের মানুষ।

নামখানায় এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একগুচ্ছ ভিত্তিহীন-তথ্যহীন ভুয়া অভিযোগ করেছিলেন রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে। সেই অভিযোগের জবাব দিতে বিষ্ণুপুরের পৈলানের পয়া মাঠকে বেছে নিয়েছিলেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী। ২০১১, ২০১৬-তেও এই মাঠ থেকে জেলার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন বাংলার অগ্নিকন্যা।

দুয়ের পাতায়

# রান্নার গ্যাস অগ্নিমূল্য, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে, নীরব দর্শক প্রধানমন্ত্রী

**জাগো বাংলা নিউজ :** করোনার করাল ছায়া থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্তি পায়নি মানুষ। বিধ্বস্ত অর্থনীতি সামাল দিতে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বের সরকারের প্রকৃত কোনও লক্ষ্য নেই। নেই কোনও সদিচ্ছা। বেকারত্ব হু হু করে বাড়ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনই কঠিন হয়ে পড়ছে। তার সঙ্গে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। দেশে পেট্রোলের লিটারে দাম ১০০ টাকা ছুঁয়ে ফেলেছে। রান্নার গ্যাস প্রায় ৮০০ টাকা। এই পরিস্থিতিতে মানুষের সমস্যার সমাধান না করে কেন্দ্রের শাসক দলের নেতারা বঙ্গে শাসন ক্ষমতা দখলের দিবাস্বপ্ন নিয়ে বাংলায় এসে বসে রয়েছেন। নীরব দর্শক প্রধানমন্ত্রী। 'আচ্ছে দিন'-এর স্বপ্ন দেখিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করেছিল বিজেপি। আজ মানুষ বুঝতে পারছে তাদের সঙ্গে কী প্রতারণাই হয়েছে। রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে। বিজেপির জনবিরোধী নীতির জবাব দেবে মানুষ। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রান্নার গ্যাস ও পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস।

দুয়ের পাতায়

## পাঁচ টাকায় ডিম-ভাত রাজ্যজুড়ে

# 'মা' প্রকল্পে বিরাট সাড়া

**মেঘাংশী দাস**

মাত্র পাঁচ টাকায় পেটভরা পুষ্টিকর খাবার ডিম-ভাত-সবজি-ডাল বিলির প্রকল্প 'মা' চালু হচ্ছে গোটা রাজ্যে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেশ করা বাজেট পাস হওয়ার মাত্র আট দিনের মাথায় কলকাতা ও হাওড়া-সহ মোট ২৭টি কেন্দ্রে অভিনব এই প্রকল্প চালু করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা শহরের ১৬টি বরোর ২২টি সেন্টার থেকে এই ডিম-ভাতের থালি প্রথম দিন বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেয় পুরসভা। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কার্যত দেবী অন্নপূর্ণার মতোই সাধারণ মানুষকে মাত্র পাঁচ টাকায় ডিম-ভাত দিয়ে পরিষেবা ক্ষেত্রে বাংলায় আরও একটি নজির গড়লেন জননেত্রী। জানিয়ে দিলেন,"আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু কেন্দ্র থেকে পাঁচ টাকায় ডিম-ভাত-সবজি চালু হল। পরে গোটা রাজ্যেই চালু করা হবে।"

নবান্ন সভাগৃহ থেকে 'মা' প্রকল্পের উদ্বোধন করে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "আমরা বিনামূল্যে রেশন দিই। তার পরও কিছু গরিব মানুষ আছেন। যাঁরা হয়তো রান্না করা কিছু খেতে চান। কিন্তু তাঁরা বাইরে কাজ করেন। তাই সেই সুযোগ হয় না। এই প্রকল্পে মানুষ মাত্র পাঁচ টাকায় একথালা ভাত, তরকারি এবং ডিম পাবেন। মায়ের নামে এই কিচেন আমরা চালু করছি।" স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরাই এই খাবার বিতরণের দায়িত্বে থাকবেন। সরকারিভাবে প্রতি থালা পিছু ১৫ টাকা করে ভরতুকি দেবে মা-মাটি-মানুষের সরকার। প্রতিদিন দুপুর একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত খাবার মিলবে।

জননেত্রীর চালু করা 'মা' প্রকল্পের ডিম-ভাত খেয়ে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রের চেতলা তুলোপট্টির বিমলা সাউয়ের সঙ্গে মধ্য কলকাতার তালতলার রানা মণ্ডলের উপলব্ধি এবং উচ্ছ্বাসে ছিল অদ্ভুত মিল। দু'জনেই হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে একই শব্দে প্রার্থনা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতায়ু কামনা করেছেন। বলেছেন, "সন্তানদের পেটপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা এমন মা যেন একশো বছর বেঁচে থাকেন। বাংলার দায়িত্বে যুগের পর যুগ থাকুন।" বিমলা ও রানা যখন নিজেদের তৃপ্তি মেশানো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন, তখন তাঁদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে পাকস্থলীর অভ্যন্তরে খিদে মিটে যাওয়া ও পরিতৃপ্তির এক স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ। বিকেল চারটেয় খাবার বিলি শুরু হওয়ায় প্রতি কেন্দ্রে ৩০০/৪০০ মানুষ খাবার পেলেও পরদিন থেকে সংখ্যাটি অনেক বাড়বে।

নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি মুখ্যমন্ত্রী 'মা' প্রকল্প উদ্বোধন করলেও শহরের খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে ছিল সাধারণ মানুষের ভিড়। কলকাতা পুরসভার ২২টি কেন্দ্র থেকে আপাতত চালু হলেও ১৪৪টি ওয়ার্ডেই প্রতিদিন দুপুর একটা থেকে এক ঘণ্টা মাত্র পাঁচ টাকায় ডিম-ভাত বণ্টন শুরু হল। প্রথম দিন মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে পুরসভা সেন্টারে খাবার নিতে আসা গরিব মানুষের থেকে কোনও টাকা নেওয়া হয়নি। দক্ষিণের চেতলা রান্নাঘর থেকে তিনটি কেন্দ্রে ডিম-ভাত পৌঁছে দেন পুরকর্মীরা। শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ, মুখ্যমন্ত্রীর ঐতিহাসিক পরিষেবা প্রকল্প 'মা' শুরুর মুহূর্ত ঘিরে ছিল সাজ সাজ রব। কারণ, স্বাধীনতার পর এর আগে বাংলায় কোনও সরকার গরিব মানুষকে নামমাত্র মূল্যে পেটপুরে রান্না খাবার দেওয়ার সাহস দেখায়নি। উত্তরে সিঁথি, উল্টোডাঙার মুচিবাজার থেকে দক্ষিণে বেহালা, গড়িয়ার কেন্দ্রে মাত্র পাঁচ টাকায় ডিম-ভাতের থালি নিতে দুপুর থেকে ছিল দীর্ঘ লাইন। সেই প্লেট ভর্তি খাবার নিতে এসে শহরের গরিব মানুষগুলো শুনেছিলেন বাংলার অগ্নিকন্যা প্রকল্পটি উদ্বোধনের পর পাওয়া খাবারে কোনও টাকা লাগছে না। তখন আহ্লাদে আটখানা হয়েছেন মুচিবজারের অশীতিপর বৃদ্ধা লক্ষ্মী জানা, বৃদ্ধ সনৎ মাইতিরা। সামনে দাঁড়ানো বরো কো-অর্ডিনেটর অনিন্দ্য রাউতকে প্লেটে উপচে পড়া ভাত-সবজি, সঙ্গে ডিমের ঝোল দেখিয়ে বলেছেন, "এত খাবার একজন মানুষ খেতে পারে নাকি?" যাদবপুরের দুই দিনমজুর প্রাণময় বল ও শেখ নিয়াজ ডিম-ভাত খাওয়ার ফাঁকে বলেন, "টিফিনের ৫০/৬০ টাকা এবার বেঁচে যাবে মমতাদির জন্য।"

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# জনকল্যাণ

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানেই তাঁর নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকারের সামাজিক কল্যাণে দুর্দান্ত সমস্ত প্রকল্প। এর মধ্যেই জননেত্রীর 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প, যেখানে ঘরের কাছেই রাজ্যের সমস্ত স্তরের মানুষ পাচ্ছে না বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা সহজে গ্রহণের সুযোগ। দৌড়াদৌড়ি, হয়রানি ছাড়াই মানুষ ঘরের কাছে শিবিরে এসে পরিষেবা পাচ্ছে। এতে আনন্দিত রাজ্যের মানুষ। তাঁরা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন জননেত্রীকে। তাঁর 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি সফল। আর তাঁতে সন্তুষ্ট জননেত্রী। তাঁর এই প্রকল্প সারা দেশের নজর কেড়েছে। সরকারের তরফে এমন উদ্যোগ আর কোনও রাজ্যে কখনও হয়নি। শুধু তাই নয় জননেত্রীর 'দুয়ারে সরকার' আর 'পাড়ায় পাড়ায়' সমাধান প্রকল্প নিয়ে চমকিত আন্তর্জাতিক মহলও। আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্ক, ইউনিসেফ, রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়ক বিভাগ ইউএনডিপিআই জননেত্রীর এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছে, "দুয়ারে সরকার' আর 'পাড়ায় সমাধান' দারুণ উদ্যোগ। সরকার সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে, এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।" তিন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের বক্তব্য, "সাধারণ মানুষের উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।" দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য কোটি কোটি মানুষের আবেদন এসেছে। ৮০ শতাংশের বেশি সমাধান হয়েছে। দুয়ারে সরকার কর্মসূচি মানুষের উপকারের জন্য, কিন্তু বিরোধীরা মানুষের মঙ্গলের জন্য এই উদ্যোগেও রাজনীতি খুঁজছে বিরোধীরা। অথচ মা-মাটি-মানুষের সরকার শুরু থেকেই সামাজিক কল্যাণের বিষয়ে, সাধারণ মানুষের প্রকৃত মঙ্গলের কাজে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর কন্যাশ্রী প্রকল্প, সবুজসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী প্রকল্পে রাজ্যের কোটি কোটি মানুষ উপকৃত। তাঁর প্রকল্পে রাজ্যের সমস্ত পরিবার কোনও না কোনওটির সুবিধা পেয়েছে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসেন, তখন কিন্তু তিনি তাঁর সরকারের সবাইকে নিয়ে জেলায় জেলায় চলে গিয়েছেন, প্রশাসনকে পৌঁছে দিয়েছেন জেলায় জেলায়। জেলায় বসে জেলার উন্নয়ন প্রকল্প হয়েছে, মানুষ সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে হাতে হাতে। গতবছর ১ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে ১২টি প্রকল্পে নাম নথিবদ্ধ করার সুযোগ পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সম্প্রতি স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পও চালু করেছে রাজ্য সরকার, যাতে সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে তার কার্ড দেখিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে। এটি জননেত্রীর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকল্প হয়ে উঠেছে। ইউনিসেফ এবং রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধিরা বলেন, কোভিড ও আমফানের সময় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষ। এর আগেও রাজ্যের একাধিক প্রকল্প আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পয়েছে। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় কন্যাশ্রী প্রকল্প। ২০১৯ সালে রাষ্ট্রসংঘ স্বীকৃত 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি'র তরফে পুরস্কৃত হয় সবুজসাথী এবং উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্প। এবার আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত আরও ২টি প্রকল্প। শুধু তাই নয়, জননেত্রীর আরও একটি প্রকল্প 'মা' নজর কেড়েছে সারা দেশের। সোমবার থেকেই চালু হয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকারের মা প্রকল্প। এই প্রকল্পে ক্যান্টিনে পাঁচ টাকায় মিলবে ভাত, ডাল, সবজি ও ১টি ডিম। আপাতত কলকাতা পুরসভার প্রতিটি বরোয় এবং জেলা সদরগুলিতে ট্রায়াল দিয়ে শুরু হয়েছে এই প্রকল্প। পরে, কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডেই এবং রাজ্যের সর্বত্র 'মা' প্রকল্প চালু করা হবে। এই মূল্যবৃদ্ধির জমানায় গরিব মানুষের মুখে অন্ন জোগাতে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটি একটি বড় প্রকল্প। জননেত্রী নিজে বলেছেন, সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে সরকার। বহু গরিব মানুষ বাইরে কাজ করেন, ঘরে খাওয়ার সুযোগ হয় না। তাঁদের জন্য মায়ের নামে প্রকল্প চালু করছি। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে চলবে। পরে একইভাবে বিভিন্ন জায়গায় চালু হবে মা প্রকল্প। পরিচালনা করবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী। বাংলায় ব্যবসার একটি পরিকাঠামোও গড়ে উঠবে।

# মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন কেন আসেন না বিজেপি নেতারা

**তীর্থ রায়**

বিধানসভা ভোট এগিয়ে আসতেই গোটা রাজ্যজুড়েই দেখা যাচ্ছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ৪০ বছরেও এ রাজ্যে বিজেপির কোনও সংগঠন তৈরি হয়নি। স্থানীয় স্তরে বিজেপির কোনও নেতা ও কর্মীও নেই। স্থানীয় স্তরে সংগঠন নেই বলেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা ভোট এলেই রাজ্যে ঘুরে বেড়ান। নানা উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা আসেন ও ভোট মিটে গেলে পরিযায়ী পাখির মতো এঁরা ফের উড়ে যান। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আমরা জানি, ভোট যত এগিয়ে আসবে, তত বিজেপি নেতাদের এই আনাগোনা বাড়বে।

আমরা দেখলাম কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগরদ্বীপে সারাদিন ঘুরে বেড়ালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভোটের লক্ষ্যে একাধিক মন্দিরে গিয়ে পুজোও দিলেন। অথচ মাত্র কয়েক মাস আগে বীভৎস আমফান ঝড়ে যখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একবারের জন্য দেখা যায়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ানো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। দেশের যে কোনও প্রান্তে বিপর্যয় ঘটলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে সেখানে ছুটে যাবেন, এটাই অভিপ্রেত। সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তাঁর দফতরেরই অধীন। কিন্তু আমফান ঝড়ের পরে গত কয়েক মাসে কয়েক সেকেন্ডের জন্য অমিত শাহকে এই দুর্গত অঞ্চলে পা দিতে দেখা যায়নি। আজ ভোটের টানে তিনি নাটক করে নামখানার উদ্বাস্তু পরিবারে গিয়ে ভাত খাচ্ছেন। বিজেপি নেতাদের এই ঘরে ঘরে গিয়ে ভারত খাওয়া যে সম্পূর্ণ একটি নাটক, তা অত্যন্ত সঠিকভাবে বলে থাকেন দেশের জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জননেত্রী সঠিকভাবেই বলেন, ''বিজেপি নেতারা পাঁচতারা হোটেল থেকে খাবার কিনে এনে নাটক করে গরিব পরিবারের দাওয়ায় বসে তা খান। ক্যামেরার সামনে নিজেদেরকে জনদরদি প্রতিপন্ন করার জন্য বিজেপি নেতারা এই নাটক করেন। পরে পরিবারগুলির দিকে আর ফিরেও তাকান না।'' অমিত শাহর যদি নামখানার গরিব মানুষের দাওয়ায় বসে ভাত খাওয়ার এত শখ থাকে, তাহলে তিনি কেন আমফানের সময় এলেন না। বিপদের দিনে, দুর্যোগের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই তো নেতা-মন্ত্রীদের কাজ হওয়া উচিত। কেন অমিত শাহরা আমফান দুর্যোগের সময় দুর্গত এলাকায় পা রাখেননি, সেই জবাব বিজেপির কাছে নেই। আমফানের সময় হেলিকপ্টারে করে অল্প কিছুক্ষণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে এসেছিলেন। কিন্তু মোদিও সবচেয়ে দুর্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যাননি। বসিরহাটে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে চলে যান প্রধানমন্ত্রী। তারপর আর বাংলামুখো হননি। বিজেপি নেতাদের এই অচরণ থেকেই স্পষ্ট হয়, তাঁরা বাংলাকে কী চোখে দেখেন। বাংলার মানুষের প্রতি বিজেপি নেতাদের ন্যূনতম কোনও দায়বদ্ধতা নেই। আমফানের মতো এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর কেন্দ্রের কোনও সাহায্য ও সহযোগিতা বাংলা পায়নি।

অতীতেও দেখা গিয়েছে, বাংলার কোনও বড় দুর্যোগে বিজেপি নেতাদের টিকি দেখা যায়নি। যাঁদের বাংলার প্রতি সামান্যতম আবেগ, ভালবাসা নেই, বাংলার মানুষকে যাঁরা নিজের বলে ভাবেন না, তাঁরা কেন ভোট এলেই বাংলায় ঘুরে বেড়ান, সেই প্রশ্ন আজ রাজ্যবাসীর। বিজেপি নেতাদের ভোটের জন্য এই নাটক রাজ্যবাসী অতীতে গ্রহণ করেননি, এবারও করবে না। বিজেপি নেতারা তাদের মতো নাটক করতে থাকুন, বাংলার মানুষ যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ে ফেলেছে। বাংলায় অতীতেও বিজেপির ঠাঁই হয়নি, আগামিদিনেও হবে না। বাংলার মানুষ জানে বিজেপি নেতা বিপদের দিনে আসবেন না। বিপদের দিনে বিজেপিকে যে পাশে পাওয়া যাবে না, তা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই উপলব্ধি করেন রাজ্যের মানুষ। দেশের জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৫ দিন রাজ্যবাসীর পাশে থাকেন। সমস্ত বিপদে-আপদে সবার আগে তিনি রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে যান। শুধু পৌঁছনো নয়, আজ জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন বলেই সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে সহজে পরিত্রাণ মেলে রাজ্যবাসীর। আমফানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরেও রাজ্যবাসী যে দ্রুত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, তার কারণ তাদের পাশে সবসময় রয়েছেন জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে মানুষ বোঝে কে তাদের প্রকৃত বন্ধু। কে তাদের বিপদ-আপদে একমাত্র সহায়। বিপদের বন্ধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই রাজ্যবাসী আছে এবং আগামিদিনেও থাকবে।

# দশ কোটি উপভোক্তাকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বঙ্গে

**খাদ্যসাথী**

**জাগো বাংলা নিউজ :** দেশের সর্ববৃহৎ খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্প খাদ্যসাথীতে বর্তমানে প্রায় দশ কোটি উপভোক্তাকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে। সেই তুলনায় ২০১১ সালে কেবলমাত্র আড়াই কোটি উপভোক্তার বিপিএল রেশন কার্ড ছিল। বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সবার খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই খাদ্যসাথী। ই-রেশন কার্ডের জন্য এখন আসল রেশন কার্ড নিয়ে যাওয়া আর আবশ্যিক নয়। মোবাইলে ই-রেশন কার্ড দেখিয়ে বা ই-রেশন কার্ডের প্রতিলিপি সাধারণ কাগজে প্রিন্ট করে নিয়ে গিয়ে সম্ভব হচ্ছে রেশন তোলা। রেশন কার্ড সম্পর্কিত সমস্ত পরিষেবা এখন অনলাইনে পাওয়া যায়। এর ফলে সশরীরে অফিসে না গিয়েও সুবিধা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

সবটাই হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। জঙ্গলমহল, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা, দার্জিলিং-কালিম্পঙের পাহাড়ি অঞ্চল, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক, চা বাগানের শ্রমিক ও আশ্রমিক মানুষ, টোটো উপজাতির প্রায় ৫৪ লক্ষ মানুষকে বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। পুজো বা রমজানের ক্ষেত্রে সুবিধা তো রয়েছেই।

এমনকী কোভিড ও লকডাউনের কঠিন সময়েও বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে ৭৫ লক্ষ আবেদনকারীকে ফুড কুপন দেওয়া হয়েছে যাঁদের ডিজিটাল রেশন কার্ডের জন্য আবেদন অনুমোদিত হয়েছিল। ৪.৮৫ লক্ষ সাধারণ মানুষ যাঁদের পেপার রেশন কার্ড ছিল, কিন্তু রেশন কার্ড ছিল না লকডাউনের কঠিন সময়ে তাঁদের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য স্পেশাল কুপন দেওয়া হয়, যার ভিত্তিতে তাঁরা জনপ্রতি পাঁচ কেজি করে খাদ্যশস্য তিনমাস সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেয়েছেন। ওই সময়েই ৪৬ লক্ষ পরিযায়ী ও আটকে পড়া শ্রমিককে তৎক্ষণাৎ পরিষেবা দিতে টেম্পোরারি ফুড কুপন দেওয়া হয়, যার ভিত্তিতে এককালীন সুবিধা হিসাবে জনপ্রতি দশ কেজি চাল ও পরিবারপিছু দুই কেজি ছোলা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেয়েছেন। আর একটা বিষয় উল্লেখ্য, উপভোক্তা নিজেই নিজের প্রাপ্য খাদ্যশস্য পাচ্ছেন, এটা সুনিশ্চিত করতে তিনি এখন তাঁদের রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার নম্বর ও মোবাইল নম্বর সংযুক্ত করতে পারেন।

# বাংলায় দশ হাজার কোটির বিনিয়োগ, উদ্বোধন গুচ্ছ সরকারি পরিকাঠামোর

**কর্মবীর দাসশর্মা**

জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই বাংলায় শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ফের প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগও চূড়ান্ত হয়। রাজ্যে লজিস্টিক ও ডেটা সেন্টার পার্ক গড়ে তুলবে হিরনন্দানি গোষ্ঠী। ডিম-ভাত বিতরণ সামাজিক প্রকল্পের পাশাপাশি একগুচ্ছ পরিষেবা প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী। যার মধ্যে রয়েছে পূর্ব বর্ধমানের নবগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে বিদ্যুৎ প্রকল্প, সল্টলেকে ৬৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ করে গড়ে তোলা পিএইচই-র সদর দফতর 'নিজলয়'। বাগদায় পূর্ণব্রহ্ম গুরুচাঁদ ঠাকুর, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে শিবু ও কানহু মুর্মু, হাওড়ায় আদি শঙ্করাচার্যর মূর্তির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার স্বাস্থ্য পরিষেবায় চিত্তরঞ্জন সেবা সদন হাসপাতালে 'মাতৃ মা' ভবন, সংস্কার নবনির্মাণ করা ডি এন দে হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল, হাসপাতালভিত্তিক ক্যানসার রেজিস্ট্রি ব্যবস্থার উদ্বোধন করা হয়। আরও পরিষেবা দিতে একটি অ্যাপ তৈরির নির্দেশ দেন তিনি। কোচবিহারের মাথাভাঙায় পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং পঞ্চানন বর্মার পূর্ণবয়ব মূর্তির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। একই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে 'দুয়ারে সরকার' ও 'পাড়ায় সমাধান'-এর রিপোর্ট কার্ডও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাঁচটি পর্যায়ে ৩২,৮৩০টি শিবির করা হয়। ২.৭৫ কোটিরও বেশি মানুষ, অর্থাৎ জনসাধারণের ২৫ শতাংশের বেশি এই শিবিরগুলিতে এসেছেন। ১.৭৭ কোটির বেশি আবেদনপত্র জমা পড়ে। তার প্রায় ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে পরিষেবা দেওয়া হয়।

জননেত্রীর সম্মতিতেই রাজ্যের সঙ্গে 'মউ' স্বাক্ষর করেছে হিরনন্দানি গোষ্ঠী। উত্তরপাড়ায় ১০০ একর জমিতে গড়ে উঠবে অত্যাধুনিক লজিস্টিক হাব। কলকাতায় হবে ডেটা সেন্টার। সংস্থার গ্রুপ সিইও দর্শন হিরনন্দানি জানিয়েছেন, হিরনন্দানি গ্রুপের গ্রিনবেস ও ইওট্টা, এই দুটি সংস্থা এগুলি নির্মাণ করবে। তাঁর বক্তব্য, "পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে হল পশ্চিমবঙ্গ। লজিস্টিক হাবের জন্য এটিই সঠিক জায়গা। আর কলকাতায় ডেটা সেন্টার গড়ে উঠলে শুধু রাজ্য নয়, গোটা পূর্বাঞ্চল ও প্রতিবেশী দেশেও চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।" মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দু'টি ক্ষেত্রেই প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। যা রাজ্যের নবীন প্রজন্মের কাজে লাগবে।" এর পাশাপাশি সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, রাজারহাট, কল্যাণীতে ওয়েবেলের ৪টি আইটি পার্ক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এখানে ১৫৩ কোটি লগ্নি হবে। দুর্গাপুজোয় 'ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর ব্যবসায়িক দিক কতটা তা খতিয়ে দেখতে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও রাজ্যের পর্যটন দফতরের মধ্যে আগেই 'মউ' স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করেছে লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি ও খড়গপুর আইআইটি। তারই একটি রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডিরেক্টর বারবারা উইকহ্যাম। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দুর্গাপুজোয় 'ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর ক্ষেত্রে রাজ্যে ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ৩২,৩৭৭ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "শুধু ব্যবসায়িক দিক নয়। দুর্গাপুজোর মাধ্যমে সবাই এখানে মিলেমিশে যান। যা গোটা বিশ্বে অনবদ্য এক নজির।" দুর্গাপুজোকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করারও আবেদন জানান তিনি।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামানুসারে এটিআই-এর নামকরণ করা হয় 'নেতাজি সুভাষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'। এখানে সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। যা প্রথম বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাংলার সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত। সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (আইসিএস)-এ সফল প্রথম ভারতীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নামাঙ্কিত করা হল। ইতিমধ্যেই সবুজসাথী প্রকল্পে প্রায় এক কোটি সাইকেল দেওয়া হয়েছে। যারা নবম শ্রেণিতে উঠেছে অথচ কোভিডের কারণে সাইকেল পায়নি, তাদের আশ্বাসপত্রও দেওয়া হয়। দ্রুত তাদের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

# ২৯৪ আসনে বিজেপি সাফ

**একের পাতার পর**

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, তাঁর পরিবারের প্রতি প্রতিদিন অত্যাচার হচ্ছে। জননেত্রী বলেন, "অভিষেককে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারার চেষ্টা হয়নি? ও একটা চোখে আজও দেখতে পায় না। একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। চোখের মণি উপড়ে এসেছিল। এত সস্তা নয় এই জায়গাটায় এসে রাজনীতি করা। আমার পরিবার এমন কোনও কাজ করবে না যাতে আপনাদের কোনও বদনাম হয়। ছোট থেকে বড় হয় সব পরিবারই। তারা পড়াশোনা করে, তার পর চাকরি করে, নয় ব্যবসা করে। এই করে করে একেকটা পরিবার বড় হয়। আমাদের পরিবার বড় হতেও চারটি জেনারেশন লেগেছে। ৪০-৫০ বছর ধরে করেছে। আজকে নয়।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অবয়ব নিয়েও মা-মাটি কটাক্ষ করেন। বলেন, "মমতাদির মতো মার খেয়ে রাজনীতি করতে হলে হাজারবার জন্ম নিতে হবে। আমার মতো লড়ো। যাও বাড়িতে বাসন মাজো। ঘর মোছো। ডান্ডার সঙ্গে, বন্দুকের সঙ্গে লড়াই করো।"

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। বিজেপির কর্মসূচিতে এই জেলায় লোক হয় না। সেইজন্য তারা নানা ষড়যন্ত্র করছে। মমতা তার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "এই জেলায় যখন বাঘের হানা হয়, কুমিরে মানুষ খায় তখন কোথায় থাকেন বিজেপি নেতারা। আমফান নিয়ে একটা টাকাও দেয়নি। আমরা দশ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছি। বলছে গঙ্গাসাগরে কিছু ছিল না। আমরা সব করেছি। বলছে কী হয়েছে। শুধু মিথ্যা কথা। কোথায় ছিলেন মূর্তিমান?" সভা পরিচালনা করেন তৃণমূল জেলা সভাপতি সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী। ছিলেন জেলার সমস্ত জনপ্রতিনিধি ও বুথকর্মীরা।

# রান্নার গ্যাস অগ্নিমূল্য

**একের পাতার পর**

শনি ও রবিবার জেলায় জেলায় হবে বিক্ষোভ। তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, শনিবার দক্ষিণ কলকাতায় মিছিল করবে তৃণমূল। যাদবপুর থানা থেকে হবে প্রতিবাদ মিছিল। রবিবার বেহালার ঠাকুরপুকুর থ্রি এ বাসস্ট্যান্ড থেকে হবে মিছিল। দলের মহাসচিব বলেন, এই দামবৃদ্ধি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি করছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগের দিনই পৈলানের সভায় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে কোনও কাজ করার বদলে মোদি সরকার শুধু পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়ে চলেছে। তার পরই এ দিন প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা করেন পার্থ।

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বের সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। সে নোটবন্দি হোক, সিএএ হোক কিংবা পেট্রোপণ্য বা রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি। এবারও পথে নেমে আন্দোলনটা সারা দেশে শুরু করলেন তিনিই। বাংলায় পেট্রোলের দাম ৯১ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। টানা ১১ দিন ধরে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। পকেট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে সাধারণ গ্রাহকের। পেট্রোপণ্যের দাম ভারতে সর্বকালীন রেকর্ড ছোঁয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আরও বাড়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে পেট্রোলের দাম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে। অন্যদিকে রান্নার গ্যাসেরও একই অবস্থা। মাঝে মাত্র এক মাসের বিরতি ছিল। ডিসেম্বরের পর ফেব্রুয়ারি মাসে ফের বেড়েছে রান্নার গ্যাসের দাম। ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় গার্হস্থ্য রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম দ্বিতীয় বার বাড়িয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণনকারী কোম্পানিগুলি।

রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল-ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে ঠিকই, কিন্তু জ্বালানি তেলের দাম বাড়ে প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের চাপানো শুল্কের জন্য। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন অপরিশোধিত তেলের দাম কমে যায়, তখনও কিন্তু কেন্দ্র দেশে জ্বালানি তেলের দাম কমায় না। শুল্ক বাড়িয়ে দিয়ে একই রাখা হয় তেলের দাম। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বলে, দাম কখনও আবার বেড়ে গেলে তখন মানুষের উপর যাতে চাপ না বাড়ে তার জন্য সেই সময় শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হবে। আমরা দেখেছি, এটা ডাহা অসত্য। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে কখনওই শুল্ক কমিয়ে সাধারণ গ্রাহককে স্বস্তি দেওয়া হয়নি। তাহলে এ সময়ই কেন্দ্র কেন শুল্ক কমিয়ে ফেলছে না?

## সবুজসাথী

নবান্নে পড়ুয়াদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।

# দুয়ারে সরকারের ঐতিহাসিক সাফল্য

■ রাজ্যের ২.৭৫ কোটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে নির্দিষ্ট প্রকল্পের সুযোগ পেয়েছেন
■ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে পরিষেবা হাতে হাতে প্রদান করা হয়েছে ৮৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৬ জনকে

**জাগো বাংলা নিউজ :** সাধারণ মানুষের জন্য তিনি যে সর্বদা সচেষ্ট, তাঁর মন যে সর্বদা মানুষের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সে ব্যাপারে আগেও বহুবার প্রমাণ মিলেছে। বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পও এবার অভূতপূর্ব সাফল্য পেল। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী বা খাদ্যসাথী, সমব্যথী, নিখরচায় চিকিৎসা প্রকল্প উপকারে লেগেছে বাংলার মানুষের। সেই সব প্রকল্প গ্রহণ করেছে বা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার। বস্তুত, দুয়ারে সরকার প্রকল্পটি ১.৭৭ কোটিরও বেশি আবেদনকারীর প্রায় একশো শতাংশ মানুষকে পরিষেবার আওতায় এনে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের যাত্রায় একটি উজ্জ্বলতম মাইলফলক হয়ে উঠেছে। একইভাবে পাড়ায় সমাধান-এর ক্ষেত্রে দশ হাজার ১৮০টি স্থানীয় বিষয়ের সমাধান করা হচ্ছে। এর মধ্যে পরিকাঠামো, পরিষেবা ও সরবরাহ এবং প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ সম্পর্কিত কাজ রয়েছে। মোট ৮১৫.৬ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

গত বছরের ১ ডিসেম্বর রাজ্যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। ৭০ দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে ১২টি নির্দিষ্ট প্রকল্প নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষের সরকার পাহাড় থেকে সাগরে ও গ্রাম থেকে শহরে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে ও পুরসভায় মানুষের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই জনকল্যাণ কর্মসূচিতে রাজ্যের ২.৭৫ কোটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে নির্দিষ্ট প্রকল্পের সুযোগ পেয়েছেন। জনকল্যাণের এই কর্মসূচি সারা দেশের সামনে ইতিমধ্যেই স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত।

রাজ্যের তথ্য অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে সব থেকে বেশি মানুষের হাতে হাতে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এই সংখ্যা ৮৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৬টি। ক্যাশলেস স্বাস্থ্যবিমায় প্রতিটি পরিবার পাঁচ লক্ষ টাকা করে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। বহুমানুষ এখনও উপকৃত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কোনও বেসরকারি হাসপাতাল বা জেলার নার্সিংহোম স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলে রোগীকে ফেরাতে পারবেন না। দেখা গিয়েছে, যে ব্যক্তি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হাতে পাননি কিন্তু তিনি আবেদন করেছেন, তাঁর ক্ষেত্রেও চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সকলের জন্য খাদ্য, খাদ্যসাথী প্রকল্পে হাতে হাতে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে ২০ লক্ষ১৩ হাজার ৬৩৯ ক্ষেত্রে। এসসি, এসটি বা ওবিসি-র জন্য কাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে ২২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯টি ক্ষেত্রে।

নবান্নে বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী।

শিক্ষাশ্রী প্রকল্পে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এসসি, এসটি ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। সেক্ষেত্রে এই শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে ৩১ হাজার ১০১ জনকে। বিশ্বে বন্দিত কন্যাশ্রী প্রকল্পে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে তিন লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫৪টিতে। অবশ্যই এটি কেবলমাত্র দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে। রূপশ্রী প্রকল্প হল, দরিদ্র পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিবাহের জন্য অনুদান। সেই পরিষেবা পেয়েছেন ৯৮ হাজার ৮৭৬ জন কন্যা। উফকৃত হয়েছেন তাঁদের পরিবার। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের প্রকল্প ঐক্যশ্রী-তে সুবিধাভোগী পাঁচ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪৭৭ জন। দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন ১২ লক্ষ ১২ হাজার ৯৩০ জন। কৃষক বন্ধু যা কৃষকদের অর্থ সাহায্যের প্রকল্প, সেক্ষেত্রে ১১ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৭৯ জন উপকৃত হয়েছেন। বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা বা পেনশনের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১৫ লক্ষ। এছাড়াও জয় জোহার, তপশিলি বন্ধু ও মানবিক প্রকল্পে বহু মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন।

এছাড়া পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে ৩০৬৬টি ব্যস্ত রাস্তা, ১৯৪৭টি স্থানে পানীয় জলের ব্যবস্থা, ১৩৫৫টি নিকাশি নালা ও ১২৭০টি স্থানে রাস্তার আলো ও বিদ্যুৎ পরিষেবার কাজ রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বা সেচের কাজও অবশ্য রয়েছে।

# জনপ্রিয়তা তুঙ্গে 'দিদির দূত'-এর
## অভিষেকের জনসংযোগে জনজোয়ার

জনসংযোগ কর্মসূচি 'দিদির দূত'। কামালগাজি থেকে সোনারপুর পর্যন্ত রোড শোয়ে প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

**জাগো বাংলা নিউজ :** জনসংযোগের নতুন কর্মসূচি 'দিদির দূত' শুরুতেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে। মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই দিদির দূত অ্যাপ্লিকেশনটি ২ লক্ষাধিক ডাউনলোডে পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিডিও ও অনুষ্ঠান সরাসরি লাইভ স্ট্রিমিং এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য তৈরি করা এটি একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপটিতে জনতাকে 'দিদির দূত' হওয়ার আমন্ত্রণ এবং দিদির সাথে কাজ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই জনসংযোগ অভিযানের নেতৃত্বে রয়েছেন যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরের মহকুমা সদর ঘাটালে তিনি 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

জনসংযোগের কথা মাথায় রেখে একই নামে একটি ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়েছে যাতে চড়ে কামালগাজি থেকে সোনারপুর পর্যন্ত রোড শো করেন অভিষেক। সেখানেও 'দিদির দূত' নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা ফেটে পড়ে।

রোড-শো শেষে সোনারপুরের সভায় অভিষেক বলেন, "এই কর্মসূচিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের আগ্রহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে রাজ্যে তৃতীয় বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতায় আসা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মানুষের মনে বিরাজ করে আছেন, সেকথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, "মমতা মানুষের হৃদয়ে বসে গিয়েছেন। কী ভাবে তৃণমূলকে বাংলা থেকে উপড়াবেন। ঘাসফুলকে যত কাটবেন, ততই বাড়বে। আর পদ্মফুল রেখে দিলে শুকিয়ে যায়"

ইতিমধ্যেই তৃণমূলের অনলাইন অ্যাপলিকেশন (অ্যাপ) 'দিদির দূত' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গুগল প্লে স্টোর থেকে দু' লক্ষাধিক বার ডাউনলোড করা হয়েছে এই অ্যাপটি।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতানেত্রী 'দিদির দূত' নামযুক্ত গাড়ি ব্যবহার করছেন এবং রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছেন। যে সমস্ত মানুষ সরাসরি দিদির সাথে যোগাযোগ করতে চান, তাঁরা দিদির বার্তাবাহক (দিদির দূত) হিসাবে কাজ করতে পারেন এবং তাঁর কাজ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। 'দিদির দূত' অ্যাপটি একটি সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ার জন্য, দিদির স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মানুষকে একত্রিত করছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা 'দিদির দূত' অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারেন http://bit.ly/mdidi21 এই লিঙ্ক থেকে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 'দিদির দূত' প্রচার শুরু করেছে। শুধু ট্যাবলো গাড়ির মাধ্যমে নয়, বিভিন্ন জায়গায় জেলায় ছোট ছোট গাড়িতেও চলছে 'দিদির দূত' নিয়ে প্রচার। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের এই নয়া ক্যাম্পেনের দায়িত্ব নিচ্ছেন শাসক দলের একাধিক তারকা নেতারা। এই অ্যাপ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সোহম চক্রবর্তী। 'দিদি'র সাথে যুক্ত থাকতে হবে, 'দিদি'র লক্ষ্যে এগোতে হবে, তা নিয়ে ট্যুইটারে ক্যাম্পেন করছেন তৃণমূল সাংসদ নুসরাত জাহান রুহি। এমনকি সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ডেরেক ও'ব্রায়ানের মতো নেতারাও চালাচ্ছেন জোরকদমে প্রচার।

# শিল্পায়নে সেরা হবে বাংলা

**জাগো বাংলা নিউজ :** বাম আমলের খরা কাটিয়ে শিল্পোদ্যোগে নতুন দিগন্ত খুলেছে পশ্চিমবঙ্গে। জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আগামী দিনে অগ্রণী ভূমিকা নিতে চলেছে বাংলা। নিউ টাউনের বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স (বিএনসিসিআই)-এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া ট্রেড ফেয়ার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। লগ্নিতে শিল্পোদ্যোগীদের এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই শিল্পপতিদের ফেভারিট ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছে। অনুমোদন পেতে এক জানালা নীতি তৈরি করা হয়েছে। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সমস্ত শিল্পকে এক নম্বর করার প্রচেষ্টায় রত রয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। দেশের মধ্যে সেরা হবে বাংলার শিল্পায়ন। একটা সময় আসতে চলেছে যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেস্টিনেশন হবে বাংলাই।

বিএনসিসিআইয়ের মাঠে ৩৩তম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া ট্রেড ফেয়ার শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু কলকাতা পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য দেবাশীষ কুমার। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রিপাবলিক অফ বুরুন্ডার রাষ্ট্রদূত স্টেলা বুবিরিগানিয়া। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, শিল্প বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প কে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে রাস্তা এবং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে। জটিলতা এড়াতে দমকল লাইসেন্স অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছে। প্রতি বছরের বদলে প্রতি তিন বছর পুনর্নবীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেবাশীষ কুমার জানিয়েছেন, রাজ্যকে শিল্পে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে বণিকসভা গুলিকে। বণিক সভার প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে বলেন, নিউ টাউন এ সংস্থার নিজস্ব মেলা মাঠ তৈরি হওয়ায় কাজে গতি আসবে। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। এই মেলার মাঠ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে বণিকসভার।

## ফ্রন্টলাইন কোভিড যোদ্ধা, সরকারি কর্মী, শিক্ষকদের টিকা

**জাগো বাংলা নিউজ :** সরকারি কর্মীদের বরাবরই সহকর্মী হিসেবে ভেবেছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও একবার সেই ভাবনার নজির রাখলেন তিনি। এতদিন ফ্রন্টলাইন কোভিড যোদ্ধাদের তালিকায় ছিলেন পুলিশ এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। এবার সেই তালিকায় সরকারি কর্মী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের শামিল করলেন জননেত্রী।

সামনেই ভোট। আর ভোটের সমস্ত দায়িত্ব বর্তাবে শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং সরকারি কর্মীদের কাধে। তাই যত দ্রুত সম্ভব তাদের করোনা ভ্যাকসিন নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর কে সেজন্য সব রকমের আয়োজন দ্রুত সেরে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

### মুখ্যমন্ত্রীর টুইট বার্তা

একটি টুইট বার্তায় হিসেবে ধন্যবাদ জানিয়ে জননেত্রী লিখেছেন, 'আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে ভাবি। পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মী শিক্ষক সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। কোভিড কালে তাদের লড়াইয়ের জন্য। স্বাস্থ্য দপ্তরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে তাদের জন্য দ্রুত ভ্যাকসিন এর আয়োজন করা হয়।' ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের জন্য ইতিমধ্যে ভ্যাকসিন বন্টন শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে শুধু ফ্রন্টলাইনারা নয়, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে দেশের সকলের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার তদ্বির করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তদ্বির নয়, জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার না দিলে তিনি রাজ্যের সকলের জন্য ভ্যাকসিন কিনে বিনামূল্যে তা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তারপরই শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের জন্য ও বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা যায় সেজন্য এবার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

## ১৭টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব

# রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মুকুটে নতুন প্রকল্প 'মাতৃ মা'

**জাগো বাংলা নিউজ :** তৃণমূল জমানায় প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে রাজ্যের হাসপাতালগুলির। বিগত জমানার থেকে মানও উন্নত হয়েছে অনেক। রাজ্যে পরিবর্তনের পর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই আমূল পরিবর্তনের মুকুটে নতুন পালক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প 'মাতৃ মা'। সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন সেবা সদন হাসপাতালে 'মাতৃ মা' নামে এই মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব-সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''এই নিয়ে রাজ্যে মোট ১৭টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব তৈরি হয়েছে। আগে এগুলো কিছুই ছিল না। বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য অসুস্থ নবজাতক পরিষেবা ইউনিট (এসএনসিইউ) আগে ছিল মাত্র ৭টি। রাজ্যে মা মাটি মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সরকার ৭৫টি নবজাতক পরিষেবা ইউনিট তৈরি করে দিয়েছে। এ ছাড়াও রাজ্যে ৩০৩টি বাচ্চাদের ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালগুলোর মান এতটাই উন্নত হয়েছে যে একঝলকে দেখলে মনে হয় যেন বিদেশের কোনও হাসপাতালে রয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "রাজ্য পরিবর্তনের পর মা মাটি মানুষের সরকার ৪৩টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করেছে। রাজ্যের ১০ কোটি মানুষ সেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন। জেলায় জেলায় ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে সেরার সেরা এই রাজ্য। কোভিডে বাংলা যা করেছে, তা কেউ করতে পারেনি।'' মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের পাশাপাশি চিত্তরঞ্জন সেবা সদন হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট প্রসূতি বিভাগ এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রোপচার কক্ষেরও উদ্বোধন করেন মমতা।

মাতৃ মা প্রকল্পের অধীনে রয়েছে একাধিক সুবিধে। যা পাবেন এই রাজ্যের সন্তান সম্ভবারা। এই প্রকল্পে প্রথম সন্তান সম্ভবা হলেই মায়েরা এবার হাতে পাবেন হাজার টাকা। আধার কার্ড-সহ নিজস্ব ব্যাঙ্ক আকাউন্ট থাকলেই তিন কিস্তিতে সব মিলিয়ে তাঁরা হাতে পাবেন মোট পাঁচ হাজার টাকা। নবাগত সন্তানদের রক্ষনার্থে এই 'বাংলা মাতৃপ্রকল্প'। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন প্রসূতিরা। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই প্রথম সন্তান সম্ভবা মায়েদের নাম এই প্রকল্পে নথিভুক্তকরণের কাজ শুরু করেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরগুলি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন প্রসূতি মা ও সদ্যোজাত শিশুদের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতেই এই মাতৃ মা প্রকল্প। অসুস্থ সদ্যোজাতদের চিকিৎসার ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৩০৩টি সিক নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিট তৈরি হয়েছে। যেখানে বাচ্চাদের ২৮ দিন বয়স পর্যন্ত চিকিৎসা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এ রাজ্যে বিনা পয়সায় খাদ্য, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য এবং বিনা পয়সায় শিক্ষার সুযোগ মেলে। যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।'

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রথম সন্তান সম্ভবা মায়েদের সরকারি প্রকল্পের সুযোগ দিতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে প্রতিটি জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে যে মায়েরা প্রথম সন্তান জন্ম দিতে চলেছেন বা গর্ভবতী হয়েছেন তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় পড়বেন। অবিলম্বে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে তাঁদের নিজেদের নাম লেখাতে হবে। এজন্য দপ্তর থেকে জেলাজুড়ে প্রচারও শুরু করা হয়েছে। টাকা হাতে পাওয়ার নিয়ম প্রসঙ্গে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, নতুন সন্তান জন্মানোর ক্ষেত্রে মায়েরা গর্ভবতী অবস্থায় স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করবেন। নাম নথিভুক্ত করার কয়েক সপ্তাহ পরই প্রথম কিস্তিতে এক হাজার টাকা পাবেন। এর পর শিশু জন্মানোর ১৪ সপ্তাহ পর নবজাতকের চেক আপের পর নথিপত্র দাখিলের ভিত্তিতে দ্বিতীয় কিস্তির দু'হাজার টাকা পাবেন। এই টাকার জন্য শিশু জন্মানোর ছ' মাস পর্যন্ত ক্লেম বা আদায়ের দাবি করতে পারবেন মায়েরা। আর শিশুর জন্মের এক বছর পর্যন্ত সমস্ত টিকাকরণ-সহ সরকারি পরিষেবা পাওয়ার পর শেষ কিস্তিতে দু'হাজার টাকা পাবেন প্রথম সন্তানের মায়েরা। এ প্রকল্প পেতে গেলে শুধুমাত্র তাঁদের আধার কার্ড ও মায়ের নিজের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক।

# নেত্রী একজনই
# মমতা
# দল একটাই
# তৃণমূল
# প্রতীক একটাই
# ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪৫। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**
Year 17, Volume 45. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**